দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

019

সংবাদ : ১০

5/7
25/2/87

দক্ষিণাঞ্চলের লাইব্রেরীগুলোতে নোটবই না নিলে পাঠ্য বই মেলে না

॥ রুকনউদ্দৌলাহ্ ॥

সরকারী আদেশ উপেক্ষা করে দক্ষিণাঞ্চলের লাইব্রেরীগুলোতে দেদারসে নিষিদ্ধ নোট বই বিক্রি হচ্ছে। নোট বই না নিলে মূল পাঠ্যবই পাওয়া খুবই দুষ্কর।

পাঠ্যবই বাদ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা নোট বই এর দিকে ঝুঁকে পড়ায় সরকার ১৯৮৩ সালে এক অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল পাঠ্য পুস্তকের নোট প্রকাশনা নিষিদ্ধ করেন।

এদিকে অর্থ ও সাহায্যকারী পুস্তক নামে কেবলমাত্র ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশিত এসব বই বাজারে এখানে সহজলভ্য। অসংখ্য ছাপার ভুল এবং দায়সারা গোছের নিম্নমানের প্রশ্নোত্তর সম্বলিত এসব বই অযত্নে রচিত। এগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করা দূরের কথা বরং তাদের বিভ্রান্ত করছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা সুস্থ চিন্তায় উন্নতমানের বই পুস্তক পাঠ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। মজার ব্যাপার হলো এসব নোট প্রকাশকদের সঠিক কোন ঠিকানা নেই। তারা যা করছে সব ভুয়া নাম ঠিকানার মাধ্যমে।

দক্ষিণাঞ্চলের যে কোন লাইব্রেরীতে গিয়ে বই চাইলে তারা আগে জানতে চায় কি কি বইয়ের প্রয়োজন এবং তার নোট কিনবে কিনা? যদি নোট না নেয়া হয় তাহলে সরাসরি বলে দেয়া হয় বই নেই। আর নোট নিতে রাজী হলে কর্মচারীকে ডেকে বলা হয় "ভদ্রলোকের বই গুলো 'ট্যাবলেট'সহ (ট্যাবলেট অর্থ নোটবই) দিও।"

পাঠ্যপুস্তকের দামের চেয়ে চার থেকে পাঁচ গুণ বেশী দামে তারা এসব 'ট্যাবলেট' বিক্রি করে থাকে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত এসব নোট বই মূলতঃ ছাপা হয়ে থাকে যশোর, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, নাটোর, কুমিল্লা, চৌমুহনী, ঢাকা ও বগুড়ার বিভিন্ন প্রেসে। নাম পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েক জন বই ব্যবসায়ী বলেছেন, এসব বেআইনী প্রকাশনা যারা (সরকারী লোক) রোধ করবেন তারাই বেআইনী কারবারের মাধ্যমে এগুলোর প্রকাশনা ও বিক্রি বহাল রেখেছেন। কেননা এসবের প্রকাশনা ও বিক্রি বন্ধ হলে তাদের লোকসান।

তাদের মতে টেক্সট বই বিক্রি করে সংসার নির্বাহ করা কঠিন। তারা আরো বলেছেন, এখন বই বিক্রির ভরা মৌসুম। এখনই 'হাটটাইম' অতি মুনাফার। তাই ঝুঁকি নিয়ে হলেও নোট প্রকাশনা ও বিক্রি করতে হচ্ছে।